R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২২শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
ইং ৭ই মার্চ, ১৯৯০ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

চাল চিনি পাচার বন্ধে পুলিশী তৎপরতা ব্যর্থ হচ্ছে আইনের ফাঁকফোঁকরে

বিশেষ প্রতিবেদক : হাঁটা পথে, রিক্সা ভ্যানে ও সাইকেল মারফৎ শ' শ' কুইন্ট্যাল চাল, চিনি প্রতিদিন প্রকাশ্যে রঘুনাথগঞ্জ শহরের রাস্তা দিয়ে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। এর ফলে এখানকার বাজারে চাল ও চিনির দর দিন দিন বেড়ে চলেছে। চালের দর সর্বনিম্ন ৩'৫০ পঃ কেজি থেকে ১/২ সপ্তাহের মধ্যে নিম্নমানের চাল ৪'৫০ এ উঠেছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এই অবস্থা চলতে থাকলে দু'এক মাসেই চিনির দর আবার ১১/১২ টাকা কেজি ও চালের ৫/৫-৫০ হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন তৎপর হয়েও এই পাচার রোধ করতে পারছেন না, আইনের ফাঁক ফোঁকর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চোরাকারবারীদের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ডোমপাড়া সাড়ীঘাটে পুলিশ রিক্সা ভ্যান ও সাইকেলে নিয়ে যাওয়া প্রায় ২১৫ বস্তা চাল আটক করে। এবং প্রত্যেককে পাচারের অভিযোগে কোর্টে চালান দেয়। কিন্তু একমাত্র লালগোলা থানার ময়া গ্রামের জনৈক ব্যক্তি ২০ বস্তা চাল পাচারের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জামিন পায়নি। বাকী ৪৫ জন সন্দেহের অবকাশে জামিনে মুক্তি পায়। স্থানীয় থানার নবাগত ওসি এক সাক্ষাতকারে জানান—আইনানুযায়ী যে কোন ছোট ব্যবসায়ী সরকারী নির্দেশ ছাড়াই ৯ কুইন্টাল পর্যন্ত চাল বা চিনি বহন করে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারেন। আইনের এই (শেষ পৃষ্ঠায়)

এ্যাসপণ্ডের নির্ম্মাণ কাজে শুরুতেই বাধা

ফরাক্কা : স্থানীয় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনে শঙ্করপুরে নির্মিত এ্যাসপণ্ডের কাজের দায়িত্ব তারাপুর এণ্ড কোম্পানী পাওয়ার পর প্রাথমিক কাজে হাত দেন। কিন্তু কাজের শুরুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কর্মী নিয়োগ নিয়ে ঝামেলা বাধলে এন টি পি সির প্রশাসনিক কর্তারা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে একটি সমাধান সূত্র তৈরী করেন। সেই সূত্র অনুযায়ী বেশ কিছু মাষ্টার রোল কর্মী নিয়োগ করা হয়। পরে ঐসব কর্মীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা কোম্পানীর উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকায় সুষ্ঠু কার্য পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় বলে কোম্পানী সূত্রে জানা যায়। এর মধ্যে বর্ষা চলে আসায় স্বাভাবিকভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নভেম্বরে পুনরায় কাজ শুরুর কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজ শুরুর কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বা কারো পাত্তা নেই। কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও মালপত্র এখানে পড়ে থাকলেও স্থায়ী কর্মীদের কোম্পানী অন্যত্র কাজে লাগিয়েছেন বলে খবর। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় মানুষ সংশয় প্রকাশ করছেন যে তারাপুর কোম্পানী আর এ্যাসপণ্ডের কাজ করবেন না। অন্যদিকে এ্যাসপণ্ডের ১০ শতাংশ কাজও শেষ হয়নি। শ্রমিকদের অহেতুক দাবী দাওয়ার চাপে তারাপুর কোম্পানীকে হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে। এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন স্থানীয় গরীব লেবাররাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে এন টি পি সির সংরক্ষিত এলাকায় বর্তমান এ্যাসপণ্ডের উপর আর একটি এ্যাসপণ্ড নির্ম্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এ কাজে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি ১১ হাজার টাকা এবং সময় লাগবে প্রায় এক বছর।

রাজনৈতিক দলগুলি ধর্ম্মান্তকরণে মদত দিচ্ছেন

ফরাক্কা : ফরাক্কা ব্লকে ধর্মান্তকরণের জোয়ার চলছে বলে খবর। জানা যায় গত ৮ ডিসেম্বর '৮৯ জনৈক সি পি এম সমর্থক মহাদেব সরকারকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। গত বছর পুজোর সময় বেনিয়াগ্রামের জনৈক হিন্দু যুবককে মুসলমান করা হয় কংগ্রেস নেতাদের মদতে বলে অভিযোগ উঠেছে। বি জে পি এই ধর্মান্তকরণের প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। এবং মহাদেব সরকার ওরফে মোসলেম সেখকে আবার জঙ্গিপুর কোর্টে এফিডেবিট করিয়ে হিন্দু করে নেন। মহাদেব সরকারের চিত্তরঞ্জন মার্কেটে একটি চায়ের দোকান আছে। তাঁর দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাঁকে মুসলমান করা হয়। বি জে পি সচেষ্ট হয়ে চাঁদা তুলে তাঁকে ৫/৬ শ টাকা দিয়ে আবার হিন্দু করেন। এ ধরনের ধর্মান্তকরণের প্রতিযোগিতা চলছে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। ফলে স্থানীয় এলাকার সাধারণ মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

জি এস নিয়ে জয়ী ছাত্র পরিষদে হাঙ্গামা

জঙ্গিপুর : সম্প্রতি স্থানীয় কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ১১০টি প্রতিনিধির মধ্যে ছাত্র পরিষদ ৭৫টি পদ দখল করে নজির সৃষ্টি করে। এস এফ আই পায় ৩৩টি ও বাকী দুটি বিদ্যার্থী পরিষদ। কিন্তু গত ৫ মার্চ দুপুরে জি এস পদ নিয়ে ছাত্র পরিষদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে হাঙ্গামা বাধে। সংঘর্ষে চারজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠাতে হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ফোনে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে। পরে একদল ছাত্র মিছিল করে থানায় এসে কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। সংঘর্ষটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার অপচেষ্টা চলছে বলে খবর।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৯৬ সাল

আওয়ল ঋতুরাজ

শীতের ক্লীব্রতা যখন ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসে, রুক্ষতার অবসান সূচিত হয় প্রকৃতির অঙ্গনে সহকার শাখায় বসিয়া যখন পিকরাজ সুরের পঞ্চমে তোলে নূতন দিনের সুর লহরী—তখনই বুঝিতে বিলম্ব হয় না—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। কিংশুকে পলাশে তাহার রক্তিম আলিম্পন। কবি কণ্ঠেও ধ্বনিত তাহার আগমনী গান—'মধু-মাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।' দক্ষিণের দুয়ার খুলিয়া যায়—মলয় পর্বত হইতে বাহিত হয় মৃদু মলয়ানিল। ফাল্গুনের আকাশ আর আঙিনা অনুরঞ্জিত হয় বসন্তের বাসন্তী রঙে। রঙে রঙে রঙিন হয় আকাশ, রঙিন হয় ধরণীতল। তারপর আসে ষোলকলা প্রকাশ করিয়া বাসন্তী পূর্ণিমা। আকাশে, বাতাসে মর্ত্যের সর্বত্র মধু মাসের মাধবী রূপের বৈভব। পত্র মর্ম্মরে, অশোকে পলাশে তাহার উচ্ছলিত রূপের পসরা।

বহু যুগের ওপার হইতে এমনি সময়ে আসে গৌরাঙ্গ সুন্দরের পবিত্র আবির্ভাবের পুণ্য লগ্ন। সেই সঙ্গে আসে আবির কুমকুম লইয়া হোলির রঙখেলা উৎসব। বসন্ত তাই উৎসবের ঋতু, আনন্দের ঋতু, রঙের ঋতু। দিকে দিকে তাহার রঙের আলিম্পন, বনে উপবনে তাহার রক্তিম বাহার।

ঋতু চক্রের আবর্তন ঘটে এমনিভাবে বার বার। শীতের রুক্ষ রূপের অবসান ঘটাইয়া আসে প্রতিবার ঋতুরাজ বসন্ত। তাই উত্তরে হাওয়ায় আমলকী বন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। বক্ষদেশ করিতে থাকে দুরু দুরু। তাহার পর প্রকৃতির আঙিনায় আরম্ভ হয় পাতা খসানোর কাজ। বৃদ্ধ ঋতুর জাড্যতার অবসান হইয়া আসে। নূতনকে স্থান করিয়া দিয়া যাইবার ব্যবস্থা পাড়িয়া যায় দিকে দিকে। কচি কিশলয়ে দেখা যায় সজীব জীবনের শ্যামল সংকেত। সারা নিসর্গ প্রকৃতি বর্ণাঢ্য রঙের বর্ণালীতে হইয়া উঠে অনুরঞ্জিত। জীবনের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয় প্রাণের দুর্বার শক্তি। হৃদয়ের পরতে পরতে সঞ্চিত হয় মধুরস। কারণ—আওয়ল ঋতুরাজ। মনে বনে সর্বত্রই তাহার ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

পুর ঘাট ডাক প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় জঙ্গিপুর পৌরসভার ঘাটকে কেন্দ্র করে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আপনি ঘাটের ইজারাদার এবং পৌরপতি মহাশয়ের বক্তব্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এই ব্যাপারে আমরা আপনাকে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমরাও চাই এই ব্যাপারটি ভিজিলেন্স দ্বারা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক, এ ব্যাপারে আমরা সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী সহযোগিতা করব। আরোও জানাই, আপনার পত্রিকায় জঙ্গিপুরের পৌরশ্রমিক কর্মচারীদের সার্ভিস বুকে গণ্ডগোল আছে বলে যে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে, আমরা মনে করি এই ব্যাপারটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এই ব্যাপারে পৌরমন্ত্রী এবং পৌর দপ্তরের সচিব মহাশয়দের দপ্তরের একজন অফিসারকে পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপারটি দেখার জন্য বলা হয়েছিল। সেই মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আসেন এবং সমস্ত সার্ভিস বুক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখেন। এ ব্যাপারে আমরা তাঁকে সহযোগিতা করেছি।

শৈলেন মুখার্জী, সম্পাদক
জেলা পৌর শ্রমিক কর্মচারী সমিতি
মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি

বিপ্লবী রাম সেন ও রঘুনাথগঞ্জবাসীর দায়িত্ববোধ

আপনাদের গত ১৭ই ফাল্গুন সংখ্যার জঙ্গিপুর সংবাদে প্রয়াত রাম সেন সম্পর্কে তাঁর পুত্র সুবীরকুমার সেনের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। আপনাদের পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা কিছু তথ্য জানাতে চাই।

বিপ্লবী অভিধা কাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং আমাদের মহকুমায় বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে কারা জড়িত ছিলেন তার খবর শ্রীমান সুবীর (নন্দন) রাখেন না, কেননা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কালে তাঁর জন্মই হয়নি এবং তিনি নিজেও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে কোনদিনই যুক্ত ছিলেন না।

জঙ্গিপুরের খড়খড়ি সেতুর নাম 'রাম সেন সেতু' রেখে কার প্রতি কোন দায়িত্ব তৎ-কালীন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এবং তাঁর দল আর এস পি পালন করেছেন তা আমরা জানি না। কিন্তু এই নামকরণটি চরম বুদ্ধিভ্রংশ এবং মাত্রাজ্ঞানশূন্য বলে মহকুমাবাসী মনে করে।

সে সময় এই সেতুটির নাম অমর বিপ্লবী শহিদ নলিনী বাগচী অথবা দেশবরেণ্য দাদা-ঠাকুরের নামে রাখার জন্য স্থানীয় পুরপতি, বিধানসভার সদস্য, কলেজের অধ্যক্ষ, বহু অধ্যাপক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর কাছে আবেদন জানান হয়। কলকাতা, বহরমপুর ও স্থানীয় পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে এ সম্পর্কে দাবী তোলা হয়। কিন্তু সে সময়ের স্থানীয় আর এস পি নেতারা (যাঁরা কেউই মহকুমার বিপ্লবী বা সংগ্রামী আন্দোলনের সঙ্গে কোনদিনই যুক্ত ছিলেন না) জেলার মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জীকে প্রভাবিত করে পূর্তমন্ত্রীকে দিয়ে জবরদস্তি 'রাম সেন সেতু'র উদ্বোধন করেন। এবং সেই প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীকে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে থেকে উদ্বোধনী সভা করে যেতে হয়। বিপ্লবীর নামকরণ করে যে উদ্বোধনী সভা হল তাতে স্থানীয় কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী বা বিশিষ্ট মানুষরা আমন্ত্রিত হলেন না। সভায় শোভাবর্দ্ধন করছিলেন আমন্ত্রিত কনট্রাক-টররা।

জানি না, দলের একজন সাধারণ প্রয়াত সদস্যকে মহান বিপ্লবী বানিয়ে জঙ্গিপুরের সন্তান অমর বিপ্লবী নলিনী বাগচী অথবা নলিনীকান্ত সরকারকে ভুলে গিয়ে আর এস পি দল কোন বৈপ্লবিক কর্তব্যবোধ বা ইতিহাস চেতনার পরিচয় দিলেন।

স্বাধীনোত্তরকালে আর এস পির সংগ্রামী আন্দোলনের প্রথম সারিতে রাম সেন ছিলেন না। আর আমাদের যতদূর জানা আছে আর এস পি দলের সৃষ্টির পর এই মহকুমায় সক্রিয় গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে আর এস পি দল যুক্ত ছিল না। এখন তো বিভিন্ন দলে দাদাদের ছড়াছড়ি এবং তাঁরা মহকুমা, জেলা, রাজ্য বা ভারতবর্ষের চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি ভূষণে অলংকৃত হয়ে দেওয়াল লিখনের শোভা বর্দ্ধন করছেন। কাজেই আর এস পি দল বছর বছর বিপ্লবী রাম সেনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী সভা করে বৈপ্লবিক আদর্শকে 'ধামা' মুক্ত করুন অথবা অন্য কোন মহৎ কাজে ঢাকঢোল বাজান সে সম্পর্কে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।

তবে আমরা এই প্রসঙ্গে মহকুমাবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই মহকুমার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান বিপ্লবী নলিনী বাগচী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী ক্ষিতীন মজুমদার, বিপ্লবী সাহিত্যিক সাংবাদিক সাধক নলিনীকান্ত সরকার, দেশখ্যাত পরিহাস রসিক দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, বৈষ্ণব কবি বিষ্ণু সরস্বতী এঁদের কাউকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরে কিছু করিনি।

জনৈক ইতিহাসের ছাত্র

প্রথম বইমেলা— পশ্চিমবঙ্গে আমরাই পথিকৃৎ

বইমেলা খুব অল্পদিনেই বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে। আজ শুধু কলকাতায় নয়, অনেক মফঃস্বল শহরেও বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, বুক গিল্ড অনেকেই আজ বইমেলা সংগঠনে এগিয়ে এসেছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বইমেলার পরিকল্পনা এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত কারা করেছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালেই বা কোথায় কোথায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্যাদি আজও সংগৃহীত হয়নি। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নানা নিবন্ধে বইমেলা প্রথম কলকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। কলকাতা কেন্দ্রিক সাংবাদিক ও লেখকদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইতিপূর্বে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় এ সম্পর্কে আমার একটি চিঠিও প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমানে যেভাবে বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে তার প্রথম পরিকল্পনা কলকাতা থেকে দূরবর্তী একটি মহকুমা শহরে বসে আমরাই করি। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ শহরে ১৩৭০ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯৬৩, এপ্রিল) স্থানীয় ম্যাকেঞ্জী পার্কে সাতদিন-ব্যাপী এই বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বইমেলা চলাকালীন বিভিন্ন দিনে নানা রকম সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, রেজাউল করীম, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুমানি দেওয়ান প্রভৃতি অনেকেই অংশ গ্রহণ করেন।

এই বইমেলা উপলক্ষ্যে আমরা একটি অত্যন্ত মূল্যবান সচিত্র স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করি। তাতে মহকুমার মেলা, মন্দির, মঠ, মসজিদ, পুরাকীর্ত্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের বিবরণ, মহকুমার প্রাচীন ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, লোক সংস্কৃতি, কুটীরশিল্প, গুণীজন পরিচিতি— অর্থাৎ এক কথায় একটি সচিত্র আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার আন্তরিক প্রয়াস ছিল। এই স্মারকগ্রন্থটি বহু বিষয়ে একটি আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি, বিশ্বভারতী ও আরও অন্যান্য জায়গা থেকে গবেষকরা তাঁদের প্রয়োজনে এই স্মারকগ্রন্থ আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদ্বয় রমেশ মজুমদার এবং নীহাররঞ্জন রায় এ ধরনের আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহ ও প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। স্মারকগ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ, লেখা ও প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, আশিস রায়, হরিলাল দাস, বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম স্মর্ত্তব্য।

বইমেলার প্রথম পরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক উদ্যোগ বর্তমান লেখকের এবং এ ব্যাপারে প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন তৎকালীন সাহিত্যরসিক মহকুমা শাসক অমলকৃষ্ণ গুপ্ত। বইমেলার সম্পাদক ছিলেন বর্তমান লেখক, সভাপতি ছিলেন অমলকৃষ্ণ গুপ্ত।

আমাদের আয়োজিত রঘুনাথগঞ্জে অনুষ্ঠিত এই বইমেলাটিই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বইমেলা এবং এ বিষয়ে আমরা পথিকৃৎ বলে দাবী করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই রঘুনাথগঞ্জ শহরে আরও দুইবার আমরা বইমেলার আয়োজন করেছি।

দুঃখের বিষয়, কলকাতার তাবড় তাবড় সাংবাদিক, প্রাতবেদক, রাজ্য সরকারের তথ্যমন্ত্রী, পাঠাগার মন্ত্রী, বুকগিল্ড বা বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা কেউই একটি মহকুমা শহরের এই ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় প্রথম পদক্ষেপের কথা জানেন না এবং যে স্বীকৃতি আমাদের প্রাপ্য ছিল তাঁরা কেউই তা আমাদের দেননি।

—বরুণ রায়

নিয়োগের দাবীতে পথ অবরোধ, অফিসার ঘেরাও

ফরাক্কা : গত ২২ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বাঁধের দুই ধারে ৩৪নং জাতীয় সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করেন রেল লাইনের ঠিকাদারদের শ্রমিক কর্মচারীরা। তাঁদের দাবী —যে জেলায় কাজ হচ্ছে সেই জেলারই শ্রমিক নিতে হবে। এর ফলে রাস্তার ট্রাক-বাসগুলি আটকা পড়ে। সকালে একটি প্রাইভেট কার আটক করে শ্রমিকরা এন টি পি সিতে কর্তব্যরত ডবলু আই আই এল কোম্পানীর ক'জন অফিসারকে ঘেরাও করে। পরে স্থানীয় থানার হস্তক্ষেপে তাঁরা ঘেরাও মুক্ত হন। অবরোধকারী শ্রমিকেরা সকলেই আই এন টি ইউ সি এবং সি আই টি ইউ এর সমর্থক বলে খবর। ডবলু আই আই এল কোম্পানীর তরফে থানায় এফ আই আর করা হয়েছে বলেও জানা যায়।

সূচীশিল্প কেন্দ্রের দুরবস্থা দেখার কেউ নেই

ধুলিয়ান : বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এখানে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য একটি সেলাই ট্রেনিং সেন্টার চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও এই ট্রেনিং সেন্টারটিতে ৫০ জন দুঃস্থ মহিলা শিক্ষানবীশ হিসেবে আছেন। তাঁদের বৃত্তি হিসেবে মাসে মাসে ৫০ টাকা করে দেওয়ার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থী টাকা পাননি বলে অভিযোগ। শিক্ষয়ত্রীরা ছাড়াও এই সেলাই ট্রেনিং সেন্টারে একজন মহিলা কর্মি আছেন, যিনি শিক্ষার্থীদের পানীয় জল সরবরাহ করে থাকেন। কিন্তু তার জন্যও শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ৪০ পয়সা করে দিতে হয়। প্রতি দিন শিক্ষার্থীদের বসার আসন বয়ে আনতে হয়। এই সেলাই সেন্টারের ঘরটি ভাঙ্গা ও জীর্ণ। একটু বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। এর প্রতিকারের ব্যাপারে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক শাখা অফিসসহ) ১৯৯০-৯১ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিলড্ টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেণ্ডার ১৯৯০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকায় মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ৩১শে মার্চ, ১৯৯০ তারিখেই উপস্থিত টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন। ইতি—

তারিখ, অরঙ্গাবাদ
১-৩-৯০

স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত
সেক্রেটারী, ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি
মার্চ্চেন্টস্ এসোসিয়েশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN : 742 236

(Materials Management Department)

Tender for sale of light vehicles, D. G. Sets, empty drums and other materials.

Sealed tenders are invited from reputed parties for sale of following equipments and materials from NTPC Farakka Project on "AS IS WHERE IS BASIS.".

A) Tender No. FS : 42 : MD : SSID : 020 : dt. 26-2-90 due on 4-4-90

Lot No.	Description	Quantity	EMD (Rs)
1.	Trekker (Hindusthan), Model-1980 (WGZ-1532)	1 No.	5,000/-
2.	Trekker (Hindusthan), Model-1980 (WGZ-1531)	1. No,	5,000/-
3.	Diesel Jeep (Mahindra), Model-1979 (WGZ-1402)	1 No.	5,000/-

B) Tender No. FS : 42 : MD : SSID : 006/B dt. 26-2-90 due on 6-4-90

Lot No.	Description	Quantity	EMD (Rs)
1.	Kirloskar Cummins Engines, H. P. 333 of model NTA-855	6 Nos.	15,000/-
2.	Gear Box (FMG-700 H. P.)	3 Nos.	5,000/-
3.	Alternator (Kirloskar Electric make 550 KVA)	3 Nos,	10,000/-
4.	Excitor (Kirloskar make 5.8 KW)	3 Nos,	10,000/-
5.	Control Panel & other miscellaneous fittings, sub-assemblies, cables etc.	Lot	10,000/-
6.	Surplus second hand old DG Sets of capacity 1100 KVA x 3 with part assemblies and left over components	Lot	50,000/-

C) Tender No. FS : 42 : MD : SSID : 21 dt. 26-2-90 due on 11-4-90

Lot No.	Description	Quantity	EMD (Rs)
1.	200/205 Ltrs. empty oil/grease drums (good & damaged)	650 Nos.	2,000/-
2,	Super enamelled copper wire scrap	520 Kg	1,000/-
3.	Aluminium Cable, scrap	22.8 MT	3,000/-
4.	Aluminium Cable with GI wire strand	2.2 MT	500/-
5.	Copper Cable Scrap	11.4 MT	3,000/-
6.	Plastic Sheath of Cables (Chilka)	11.86 MT	500/-
7.	Batteries 12V	27 Nos.	500/-
8.	Empty Plastic Jericans	400 Nos	500/-

Terms & Conditions :

1. Tender documents can be obtained from 12-3-90 from the office of Senior Engineer (Stores) on payment of Rs. 50/- by Demand Draft for each tender payable at SBI, Farakka Barrage (Code No. 0218), SBI, Andua (Code No 7099), UBI, Khejuriaghat, Malda (Code No. C-69) in favour of NTPC or by cash at our cash counter, No other form of payment will be accepted.

(Contd. 5 page)

বি জে পির জনসভা

ধুলিয়ান : সম্প্রতি বি জে পির ভারতীয় জন যুব মোর্চার ডাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ রুখতে, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ বন্ধে স্থানীয় সি জে প্যাটেল মোড়ে এক বিশাল জনসভা হয়। সভায় বি জে পি নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ তাঁর ভাষণে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের, চোরাচালানকারীদের এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার দাবী জানান। তিনি সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের এইসব ঘটনার জন্য পুলিশ ও বি এস এফের সমালোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, চর দেওয়ানাপুরের চর অঞ্চলে জুয়া খেলা ও নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা অবাধে চলছে। ফলে এখানে দুষ্কৃতকারীদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। এখানে ছিনতাই, চুরি, রাহাজানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সি পি এম ও কংগ্রেস উভয় পক্ষই রাজনৈতিক সমর্থনের আশায় এদের সমর্থন করে চলেছেন। তিনি বলেন প্রশাসনকে জানিয়ে কোন ফল হয়নি। এখন একটি মাত্র পথ বাকি সেটি হলো সৎ ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশাসনকে সজাগ হতে বাধ্য করা।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রে রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ : ৪নং ফরম ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়, পণ্ডিত প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান সাপ্তাহিক। ৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম অনুত্তম পণ্ডিত, জাতি—ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান—চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ৬। এই সংবাদপত্রে স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত, পণ্ডিত প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। আমি অনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

রঘুনাথগঞ্জ স্বাঃ অনুত্তম পণ্ডিত,
৭ই মার্চ, ১৯৯০ প্রকাশক

কর্ম্মখালি বিজ্ঞপ্তি

সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির অধীন (১) বোথানা-২ ও (২) বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতিটিতে একজন করে কর্ম সহায়ক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পদটি তপশিলী উপজাতির জন্য সংরক্ষিত।

বেতনক্রম : টাকা ৩০০-১০-৪০০-১৫-৫৬৫-২০-৬৮৫ সহ অন্যান্য ভাতাসমূহ

শর্ত্তাবলীঃ ১। আবেদনকারীকে অবশ্যই সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত অঞ্চলের অধিবাসী হতে হবে। আবেদন পত্রের সহিত বাসিন্দা পরিচয় পত্র অবশ্যই দিতে হবে। এই বাসিন্দা পরিচয় পত্রটি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট থেকে নিতে হবে। ২) আবেদনকারী অবশ্যই মাধ্যমিক, স্কুল ফাইনাল অথবা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ হওয়া চাই। দরখাস্তের সহিত উপরোক্ত পরীক্ষার মার্কশীট বা সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল দিতে হবে। ৩। আবেদনকারীর বয়স ১৮ বৎসর থেকে ৩৫ বৎসর এর মধ্যে হওয়া চাই। তপশিলী জাতি/উপজাতির ক্ষেত্রে বয়সের উর্দ্ধসীমা ৫ বৎসর শিথীল যোগ্য। তপশিলী জাতি/উপজাতির সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল আবেদন পত্রের সহিত দিতে হবে। ৪। আবেদনকারীকে তাহার যোগাযোগের বর্ত্তমান ঠিকানা যুক্ত ৬০ (ষাট) পয়সা মূল্যের টিকিট সহ ১০″×৪″ সাইজের দুইখানি খাম এবং দুইটি পাশপোর্ট সাইজের প্রত্যয়িত ফটো পাঠাতে হবে। ৫। প্রার্থীর নাম অবশ্যই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত থাকতে হবে এবং আবেদন পত্রে রেজিষ্ট্রেশন ও এন, সি, ও নং উল্লেখ করতে হবে। লাইকেল আরোহণে পটু প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীর নাম দরখাস্ত করার পূর্বে নথিভুক্ত না থাকলে অবশ্যই নথিভুক্ত করে নিতে হবে। ৬। তাহাকে অবশ্যই নির্দিষ্টভাবে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য প্রার্থী সঠিকভাবে লিখতে হবে। এবং কেবলমাত্র একটী গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই দরখাস্ত দাখিল করতে পারবেন। ৭। প্রার্থীকে লিখিত ২০ নং ইংরেজী, ৩০নং বাংলা ও ৫০নং পাটীগণিত এর জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিতে হবে। এবং লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪০ নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীই কেবল মৌখিক পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত হবে। এবং তাদেরকে মৌখিক ৪০ নম্বর পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হবে। লিখিত পরীক্ষার মান মাধ্যমিক সমতুল্য।

খামের উপর "কর্ম সহায়ক পদের জন্য দরখাস্ত" এই কথাটি লিখে দরখাস্ত সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সাগরদীঘি ব্লক পোঃ সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় ৩০শে মার্চ ১৯৯০ বেলা ৪ ঘটিকার মধ্যে পৌছান চাই।

বি বি দাস, ২৮-২-৯০
ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার
সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

তারিখ
সাগরদীঘি,
২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

(From page 4)

2. Tenderers will have to deposit EMD as indicated in the tender documents in the form of Demand Draft only,
3. The offers will remain valid for 45 days from the date of tender opening.
4. Materials can be inspected on any working day from 12-3-90.
5. Tenders will be opened on dates as mentioned against each tender, in presence of those who wish to be present.
6. Offers should be submitted in two separate envelopes. One containing EMD only and the other envelope containing price/commercial details. First, EMD envelope will be opened and then only the second price bid envelope of those, who have given EMD of correct amount in acceptable fashion will be opened.
7. Offers received after tender opening date/time will not be considered.
8. The above details are only indicative. Full details are as given in our tender documents.
9. NTPC is not responsible for any postal/communication delays.
10. NTPC reserves the right for sale of tender documents, acceptance, or rejection of any tender without assigning any reason whatsoever.

Chief Materials Manager

গ্রাম্য দলাদলিতে দুর্দ্ধর্ষ ব্যাক্তি খুন

জঙ্গিপুর : গত ৫ মারচ রঘুনাথগঞ্জ থানার জোতকমল গ্রামের ভূষণ ঘোষের ছেলে অনিল ঘোষ খুন হয়। গ্রামবাসীরা পরদিন সকালে পার্শ্ববর্ত্তী জাগনপাড়া মাঠ থেকে অনিলের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে। এই খুনের ব্যাপারে অনিলের ভাই তাদের তিন স্বজাতির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত অনল ঘোষ গ্রামের এক দুর্দ্ধর্ষ ব্যাক্তি ছিল ও তার বিরুদ্ধে থানায় অনেক অভিযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

প্রতিশ্রুতির নৃত্য আলেখ্য

রঘুনাথগঞ্জ—কলকাতা ৩০০ স্মরণে এখানে "প্রতিশ্রুতি আবৃত্তি অনুশীলন কেন্দ্র" নৃত্য আলেখ্য "তিলোত্তমা নগরী" গত ২৬ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় ইউথ ক্লাবের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করে। অনুশীলনের প্রযোজনা ও শিশুদের আবৃত্তি উপস্থিত দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়।

মশার উপদ্রবে জনজীবন বিপর্যস্ত

ধুলিয়ান : কয়েক মাস যাবত সমসেরগঞ্জ থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মশার দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধুলিয়ান, রতনপুর গাজীনগর, সাহেবনগর প্রভৃতি অঞ্চলে সন্ধ্যা হলেই মশার উৎপাতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। বহু বাড়ী ঘরে সন্ধ্যার পরেই মশারীর মধ্যে ছোট ছেলে মেয়েদের ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সব জেনে শুনেও উদাসীন,

আইনের ফাঁক ফোঁকরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং খরিদ মেমো দেখিয়ে এরা মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা পাচার বুঝতে পেরেও এদের কিছু করতে পারছি না। খাদ্য বিভাগের জনৈক পদস্থ কর্মী বলেন—এই পাচার বন্ধ করতে হলে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনজন চিনির হোল সেলার রঘুনাথগঞ্জ শহরে আছেন। তাঁদের নির্দেশ দিতে হবে গ্রামগঞ্জে বা শহরের রিটেলারদের চিনি বিক্রির আগে তাঁদের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স আছে কিনা দেখতে হবে। যে ব্যক্তি চিনি খরিদ করছেন তাঁর প্রকৃত মুদিখানার দোকান আছে কিনা অনুসন্ধান করতে হবে। প্রয়োজনে পঞ্চায়েত বা পুরসভার সার্টিফিকেট বা রেশন কার্ড নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর দেখতে হবে হোল সেলাররা গত দু' এক বছর আগে কত মাল এনেছেন এখন কত আনছেন। স্থানীয় প্রশাসন থেকে বর্ডারের ব্যবসাদারদের আইডেনটিটি কার্ড প্রথা চালু করা যেতে পারে। অপরদিকে সাধারণ মানুষের অভিযোগ সরষের ভেতরেই ভুত বাসা বাঁধায় পুলিশ ও বি এস এফকে হাত করে এক শ্রেণীর ধনী ব্যবসাদার ও কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এই পাচারে মদত যুগিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছেন। ফলে পাচার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে অরঙ্গাবাদে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রশাসনিক তৎপরতায় চাল চিনি আটক করতে থাকায় জানুয়ারী পর্যন্ত পাচার প্রায় বন্ধ ছিল বলে খবর। কিন্তু আবার সেখানে বর্তমানে পুরোদমে পাচার শুরু হয়েছে। ওখানে চিনির মাত্র একজন হোল সেলার। কিন্তু তিনি অস্বাভাবিক চিনি আমদানী করা সত্ত্বেও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না বলে সেখানকার জনগণের অভিযোগ। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, জেলা শাসক তাঁর চেম্বারে প্রশাসনিক কর্ণধারদের নিয়ে চাল ও গরু পাচার বন্ধের ব্যাপারে এক সভা করেন। কিন্তু এখনও সে সভার ফলশ্রুতি চোখে পড়ছে না। মোট কথা পুলিশ, বি এস এফ, খাদ্য বিভাগ ও প্রশাসনিক কর্তারা যদি মনে প্রাণে চেষ্টা করেন তবে পাচার বন্ধ না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। এবং সেটুকু করতে না পারলে বাজারে চাল চিনির আকাশ ছোঁয়া দর হয়ে জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে।

শক্তি এমন-স্টীল যেমন

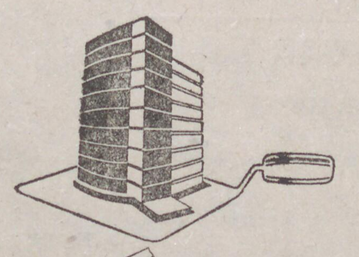

দুর্গাপুর সিমেন্ট

একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান

ফ্যাক্টরী : দুর্গাপুর-৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)

কলকাতা অফিস : বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর এন মুখার্জ্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

DPS/DC-891

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

যৌতুকে VIP

সকল অনুষ্ঠানে VIP

ভ্রমণের সাথী VIP

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারে

এজেণ্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?

বাড়ী করার জন্য লোন চায়? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজার

DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন শহরে শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অচ্যুতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।